তারিখ ... 31 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৪ ...

টঙ্গীতে প্রবেশপত্র না পেয়ে স্কুলের আসবাব ভাংচুর

চূরম অনিশ্চয়তায় শিক্ষার্থীরা

■ টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি

টঙ্গীর মিলগেট এলাকার নিউ মুন্নু ফাইন কটন মিলস উচ্চ বিদ্যালয়ে গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় ১৪৩ এসএসসি পরীক্ষার্থী প্রবেশপত্র না পেয়ে বিদ্যালয়ের আসবাব ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। এক পর্যায়ে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধের চেষ্টা চালায়। ঘটনা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আবদুল হাই স্কুল ছেড়ে চলে যান।

শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করে, আসন্ন এসএসসি পরীক্ষার প্রবেশপত্র টঙ্গীর বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে গত ২৩ জানুয়ারি থেকে বিতরণ শুরু হয়েছে। কিন্তু তারা প্রধান শিক্ষকের কাছে প্রবেশপত্র আনতে গেলে আজকাল বলে কালক্ষেপণ করতে থাকে। গতকাল তাদের প্রবেশপত্র দেওয়ার নির্ধারিত দিন থাকায় বিদ্যালয়ের সব পরীক্ষার্থী জড়ো হয়। বিকেল ঘনিয়ে সন্ধ্যা নেমে এলে প্রধান শিক্ষক আবদুল হাইয়ের দেখা না পেয়ে পরীক্ষার্থীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

এ ব্যাপারে পরীক্ষার্থী মোর্শেদা আক্তার কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলে, আজ (গতকাল শনিবার) ছিল এসএসসি পরীক্ষার প্রবেশপত্র দেওয়ার শেষ দিন। কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে গেলেও প্রধান শিক্ষক আবদুল হাই স্যারের দেখা নেই। তাই দুশ্চিন্তায় আছি।

পরীক্ষার্থী রিপন জানায়, গত ১০ বছর ধরে এই স্কুলে পড়ালেখা করছি। সরকারিভাবে ফরম পূরণের জন্য ১ হাজার ৭৫০ টাকা নির্ধারিত ফি জমা দেওয়ার নিয়ম থাকলেও আমার কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে সাড়ে ৬ হাজার টাকা। তার পরও রেজিস্ট্রেশন হয়নি। বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী সুমন ও শাহিন ক্ষোভের সঙ্গে বলে, প্রধান শিক্ষকের দুর্নীতির কারণে আমাদের জীবন আজ চরম অনিশ্চয়তার মুখোমুখি।

বিদ্যালয়ের ইংরেজি শিক্ষক আবদুর রহমান বলেন, গত দুই বছর প্রধান শিক্ষক ও তার সহযোগীদের দুর্নীতির কারণে রেজিস্ট্রেশন বন্ধ রয়েছে বলে মনে হয়। তার (প্রধান শিক্ষক) দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও চারিত্রিক কারণে আজ এই দশা।

এ ব্যাপারে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আবদুল হাই শিক্ষার্থীদের প্রবেশপত্রের প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে বলেন, 'এখন বকশীবাজার শিক্ষা বোর্ডে আছি। ফিরে এলে কথা বলা যাবে।'